দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

সব বই পেতে আরো দেড় মাস লাগবে

॥ নিজামুল হক ॥

২০ মার্চের আগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) কাগজ সরবরাহ করতে পারবে না কর্ণফুলী পেপার মিলস। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষের আরও ৬০ লাখ বই ছাপা নিয়ে সংকটে পড়েছে এনসিটিবি। ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ১০ শিক্ষা বোর্ডে কাগজ সরবরাহ করতে হবে বলে এনসিটিবিকে কাগজ দিতে পারবে না কর্ণফুলী পেপার মিলস।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঘোষণা দিয়েছিলেন, পাঠ্যবইয়ের সংকট মেটাতে সরকার দ্রুততার সাথে ১ কোটি বই ছাপবে। (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

সব বই

(প্রথম পৃঃ পর)

এর মধ্যে ৪০ লাখ চলতি ফেব্রুয়ারিতে এবং বাকি ৬০ লাখ মার্চ মাসের মধ্যে বাজারে আসবে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী বাজারে বই আসেনি।

সূত্র জানায়, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী যথাসময়ে বই ছাপার জন্য কাগজ চেয়ে কর্ণফুলি পেপার মিলসকে চিঠি দিয়েছিল এনসিটিবি। কিন্তু কর্ণফুলি পেপার মিলস এনসিটিবিকে জানিয়েছে, এ মুহূর্তে কাগজ সরবরাহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৬ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা। সে কারণে শিক্ষাবোর্ডগুলোকে কাগজ সরবরাহ করতে হবে। ২০ মার্চ কাগজ দেয়া যাবে বলে পেপার মিলসের পক্ষ থেকে এনসিটিবিকে জানানো হয়। এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, ২০ মার্চ কর্ণফুলি থেকে কাগজ পাওয়া যাবে। এরপর দরপত্র আহবান করা হবে। ১৫ এপ্রিলে বই বাজারজাত করা যাবে বলে তিনি জানান।

এদিকে গতকাল বাংলাবাজার থেকে জসিম উদ্দিন নামে একজন অভিভাবক নবম শ্রেণীর ৪ টি বই কিনেছেন ২৫০ টাকা দিয়ে। কিন্তু বইয়ে মূল্য লেখা ছিল ১০৭ টাকা। এ বিষয়ে এনসিটিবি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, দাম বেশী দিতে হলেও বই পাওয়া যাচ্ছে। বাজারে বইয়ের চাহিদা কেমন রয়েছে তা অনুমান করা যাচ্ছে না। পাঠ্যবই নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা করে তাদের মাধ্যমে বই না ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পাঠ্যবইয়ের সংকট নিরসনে গঠিত টাস্কফোর্স এনসিটিবির কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সে রিপোর্টের আলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চলতি বছর ২ কোটি ৬২ লাখ বই ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। কিন্তু প্রকাশকদের অনিয়ম এবং চাহিদা অনুযায়ী কম সংখ্যক পাঠ্যবই ছাপা হওয়ায় শুরু থেকেই বইয়ের সংকট ছিল। সংকট মোকাবিলায় এনসিটিবির উদাসীনতা এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে শিক্ষামন্ত্রণালয় ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষাবর্ষের দুই মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত সব বই পায়নি শিক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য গত ৬, ১৫ এবং ২৬ জানুয়ারি এই তিন দিনে ৭৬ টি বই বাজারে আসার ঘোষণা দিয়েছিল এনসিটিবি।